যুগান্তর

তারিখ : 18 FEB 2016
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

# ছাত্রলীগ সন্ত্রাসীদের হামলার শিকার ২ কাস্টমস কর্মকর্তা

## বেনাপোল বন্দরের কার্যক্রম ৫ ঘণ্টা অচল

**যুগান্তর রিপোর্ট**

এবার ছাত্রলীগের সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের হামলার শিকার হয়েছেন দুই কাস্টমস কর্মকর্তা। অবৈধ নিলাম সুবিধা না দেয়ায় বেনাপোল কাস্টম হাউসের যুগ্ম কমিশনার মোস্তাফিজুর রহমান ও ডেপুটি কমিশনার নীতিশ বিশ্বাসের ওপর বুধবার দুপুরে প্রকাশ্যে এ হামলার ঘটনা ঘটে। এরপর দুপুর ১২টা থেকে কাস্টমস ও বন্দরের সব ধরনের কার্যক্রম পাঁচ ঘণ্টা বন্ধ থাকে। এতে আমদানি-রফতানি কার্যক্রম মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়।

বেনাপোল প্রতিনিধি জামাল হোসেন জানান, জেলা পুলিশ সুপার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের আটকের আশ্বাস দিলে বিকেল ৫টার পর কাস্টমস ও বন্দরের কার্যক্রম শুরু হয়। কাস্টম হাউসের প্রশাসনিক ভবনের নিচতলায় সিঁড়ির পাশে বেলা সাড়ে ১১টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। হামলার প্রতিবাদে কাস্টমসের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা তাৎক্ষণিকভাবে কাস্টমস ও বন্দরের সব কাজকর্ম বন্ধ করে দিয়ে কালো ব্যাজ ধারণ, মানববন্ধন, বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সভা করেছেন। হামলার জন্য ছাত্রলীগ সন্ত্রাসীদের অভিযুক্ত করেছেন কাস্টমস কর্মকর্তারা। তারা বুধবার সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার করে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা না নিলে বৃহস্পতিবার সকাল থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য কাজ বন্ধ করার ঘোষণা দেন। এ ঘটনায় মামলা হয়েছে বেনাপোল পোর্ট থানায়। বর্তমানে কাস্টম হাউসে উত্তেজনা বিরাজ করছে। অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে কাস্টম হাউসে। জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। বেনাপোল কাস্টমস কমিশনার এএফএম আবদুল্লাহ খান জানান,

**কর্মকর্তা : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ১**

## কর্মকর্তা : সন্ত্রাসীদের হামলার শিকার

**(১ম পৃষ্ঠার পর)**

বহিরাগত একদল সন্ত্রাসী এ ঘটনা ঘটিয়েছে। কিছু সময় কাজ বন্ধ ছিল। ভিডিও ফুটেজে হামলাকারীদের শনাক্ত করে থানায় মামলা করা হয়েছে। জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারের আশ্বাসে সরকারি রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যে সবাইকে নিয়ে জরুরি সভা করে কাজ করার পরিবেশ ফিরিয়ে আনা হয়েছে। ৫টার পর থেকে কাস্টম হাউস ও বন্দরে স্বাভাবিক কাজ চলছে।

বেনাপোল কাস্টম হাউসের যুগ্ম কমিশনার মোস্তাফিজুর রহমান জানান, বেলা সাড়ে ১১টার দিকে অতিরিক্ত কমিশনার ফিরোজ উদ্দিনের রুমে মিটিং শেষে দ্বিতীয় তলায় তার রুমে যাওয়ার সময় পূর্বপরিকল্পিতভাবে প্রশাসনিক ভবনের নিচতলায় সিঁড়ির সামনে স্থানীয় ছাত্রলীগের একদল সন্ত্রাসী অবৈধ নিলাম সুবিধা নেয়ার জন্য তাকে জোরপূর্বক সরকারি কাজে বাধা প্রদান করে এবং কাস্টম হাউসের বাইরে গেলে প্রাণনাশের হুমকি দেয়। এ সময় অনেকে উস্কানিমূলক কথাবার্তা বলতে থাকে। একপর্যায়ে যুগ্ম কমিশনার মোস্তাফিজুর রহমান তাদের আক্রমণের শিকার হন। এ সময় সন্ত্রাসীরা এলোপাতাড়ি কিল ঘুষি মেরে তার গলা চেপে ধরে শ্বাসরোধ করে প্রাণনাশের চেষ্টা চালায়। তাকে বাঁচাতে ডেপুটি কমিশনার নীতিশ চন্দ্র এগিয়ে এলে তার ওপরও হামলার ঘটনা ঘটে। অন্য কর্মকর্তা-কর্মচারীরা ঘটনাস্থলে ছুটে এলে সন্ত্রাসীরা পালিয়ে যায়। খবর পেয়ে বেনাপোল পোর্ট থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করেন। এ খবর কাস্টম হাউস ও বন্দরে পৌঁছালে কাস্টমস ও বন্দরের সব ধরনের কাজকর্ম বন্ধ করে দিয়ে তারা কালো ব্যাজ ধারণ করে বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ করে কাস্টম হাউসের মধ্যে। বেলা সাড়ে ৩টার দিকে কাস্টম হাউসের সামনে কাস্টমস কর্মকর্তা-কর্মচারীরা মানববন্ধন করেন। মানববন্ধন শেষে তারা আসামিদের আটকে প্রশাসন ব্যর্থ হলে আগামীকাল সকাল ৯টা থেকে বেলা ১১টা পর্যন্ত কলম বিরতি ও দুপুর ১২টা থেকে অনির্দিষ্টকালের কর্মবিরতির ঘোষণা দেন।

এদিকে বিকাল ৪টার দিকে খবর পেয়ে যশোর জেলা প্রশাসক ড. হুমায়ুন কবীর, পুলিশ সুপার আনিসুর রহমান, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আবদুস সালাম, বেনাপোল পোর্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অপূর্ব হাসান কাস্টম হাউস পরিদর্শন করেন। পরে তারা কাস্টমস কমিশনারসহ ঊর্ধ্বতন কাস্টমস কর্মকর্তাদের সঙ্গে এক রুদ্ধদ্বার বৈঠক করেন। বৈঠক থেকে বের হয়ে জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার জানান, কাস্টমস কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। তাদের নিরাপত্তার জন্য যা যা করা প্রয়োজন করা হবে। রাজস্ব আহরণের স্বার্থে তাদের কাজে যোগ দিতে বলা হয়েছে। ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আটক করা হবে। সন্ত্রাসী যেই হোক না কেন তাদের আইনের আওতায় আনা হবে। এ ঘটনায় কাউকে ছাড় দেয়া হবে না।'

এ ব্যাপারে বেনাপোল কাস্টমস সিএন্ডএফ এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সিনিয়র সহ-সভাপতি আলহাজ নুরুজ্জামান জানান, নিলামের পণ্য কম মূল্যে হাতিয়ে নেয়ার জের ধরে ছাত্রলীগের নেতারা যুগ্ম কমিশনার মোস্তাফিজুর রহমান ও ডেপুটি কমিশনার নীতিশ চন্দ্রের ওপর হামলা করেছে। তিনি এ ঘটনার তীব্র নিন্দা জানান। অবিলম্বে সন্ত্রাসীদের আটকপূর্বক আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান।

বেনাপোল পোর্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অপূর্ব হাসান জানান, বর্তমানে পরিস্থিতি শান্ত রয়েছে। কাস্টম হাউসে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। এ ঘটনায় ছয়জনের নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাত আরও ২০-৩০ জনকে আসামি করে যুগ্ম কমিশনার মোস্তাফিজুর রহমান বাদী হয়ে বুধবার বিকেলে পোর্ট থানায় একটি মামলা করেছেন। মামলা নং-৫২। আসামিদের আটকে পুলিশ সাড়াশি অভিযান চালাচ্ছে বলে তিনি জানান।